সমকাল

প্রকাশ : ২২ অক্টোবর, ২০১৩ ০০:০০:০০

নদীর পানির দাম নির্ধারণে কাঠামো গঠনের পরামর্শ

সমকাল প্রতিবেদক

দেশের শিল্প-মালিকরা বিনামূল্যে ইচ্ছামতো নদীর পানি তুলে তা দূষিত করে আবার নদীতে ফেলছেন। এর ফলে সাধারণ মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে। নদীর পানির দাম নির্ধারণ করার জন্য একটি প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

গতকাল রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে মাহবুব-উল হক সেন্টারের 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া ২০১৩, ওয়াটার ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞরা এ পরামর্শ দেন।

পানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ড. এম সাঈদুজ্জামান, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স স্টাডিজের পরিচালক সুলতান হাফিজ, সাবেক সচিব ড. নাসির উদ্দিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বিশ্বের ৪০ শতাংশ মানুষ পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এমনকি বিশ্বের প্রতি ৯ জনে মাত্র একজন মানুষের শৌচাগার আছে। উচ্চবিত্তরা পানির যাচ্ছে তাই ব্যবহার করলেও নিম্ন আয়ের মানুষ পানি পাচ্ছে না।

বস্তির মানুষ যে পানির জন্য লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, অভিজাত শ্রেণী সেই পানি দিয়ে গাড়ি পরিষ্কার করে। যা চরম বৈষম্যের শামিল। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিল্প-মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান বক্তারা। শিল্প-কারখানা চালাতে যারা নদী থেকে অবাধে পানি নিয়ে ব্যবহার করছেন তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে অর্থ নেওয়ার দাবি জানান তারা।

বক্তারা বলেন, নগরবাসীর জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকলেও গ্রামীণ জনপদের মানুষের জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। জাতীয় পানি নীতিসহ বহু আইন-কানুন থাকলেও তা বাস্তবায়ন না হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেন বক্তারা। তারা বলেন, এশিয়া অঞ্চলের অনেক দেশ এমডিজি ক্ষেত্রে বেশ অগ্রসর হলেও এ খাতে ২০১৫ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারবে না বাংলাদেশ।